দৈনিক জনকণ্ঠ

DEC. 29 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

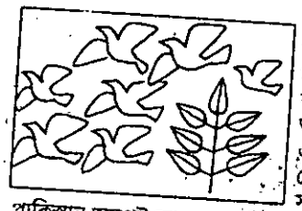

কাঠমণ্ডুতে আগামী ৪ থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন ১১তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আগেও সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। এবার অবশ্য দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে, সময়ও এগিয়ে এসেছে, এখন পর্যন্ত সদস্য কোন দেশ কোনরকম আপত্তি জানায়নি। সকল দেশের সম্মতি রয়েছে এতে। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তান আগেই তাদের সম্মতির কথা জানিয়েছে। সুতরাং আশা করা যায়, নতুন কোন জটিলতা সৃষ্টি হবে না, সার্ক শীর্ষ সম্মেলন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৯৯ সালের নবেম্বরে কাঠমণ্ডুতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান হলে ভারতের অনুরোধে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঐ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। পাকিস্তানের সামরিক শাসকের সঙ্গে একত্রে বলতে আপত্তি জানায় ভারত। সেজন্যই স্থগিত হয়ে যায় ঐ শীর্ষ সম্মেলন। ফলে মোটামুটি স্থবির হয়ে যায় সার্কের অন্য কাজকর্মও। এই স্থবির হওয়া সার্কের ব্যাপারে নতুন নয়। মাঝে মাঝেই সার্কের ভাগ্যে এই ব্যাপারটি ঘটে। সার্কের শীর্ষ সম্মেলন এর আগেও নানা কারণে বিলম্বিত হয়েছে বা কোনমতে তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়েছে। গঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত পুরো সময় সার্ক স্বাভাবিক প্রাণশক্তি নিয়ে চলতে পারেনি, মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এই দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের সাতটি দেশের অভিন্ন সংস্থা এই সার্ক। এটি গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে ঢাকায়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ এবং ভুটান এর সদস্য।

সার্ক গঠনের পিছনে একটি স্বপ্ন তথা সম্ভাবনা কাজ করেছে। এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে একটা স্থায়ী সহযোগিতা সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সকল দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের কল্যাণ সাধনের চিন্তাই ছিল মূলত এর পিছনে। আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলোর সমস্যা অনেক এবং মোটামুটি অভিন্ন। এক কথায় সেসব সমস্যার সমাধানকে সহজতর করা সার্ক গঠনের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে কাজ করেছে। আজকের দুনিয়া যেমন পরস্পর-সম্পর্কিত, তেমনি পরস্পর-নির্ভরশীলও। বিভিন্ন এলাকায় দেশগুলোর সম্মিলিত সহযোগিতার অনেক উদাহরণ দুনিয়ায় রয়েছে। এক্ষেত্রে ইউরোপের দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরো' চালু হওয়ার উদাহরণটি উল্লেখ করা যায়। এ যুগে ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। দুনিয়ার অনেক দেশই এখন আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট গঠন করে নিজেদের অর্থনীতি অধিকতর সবল ও গতিশীল করার চেষ্টা করছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সার্ক এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। এই সহযোগিতা ব্যাপকভাবে দেশগুলোর মধ্যে কার্যকর হলে তাতে সংশ্লিষ্ট সকল দেশেরই লাভ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সার্ককে স্থবিরতামুক্ত করে একে গতিশীল করতে হবে। সেজন্যই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া এবং সফল হওয়া জরুরী।

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কিছুটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় ১৩ ডিসেম্বর ভারতের সংসদ ভবনে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর। এই ঘটনায় ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। ইতোমধ্যে দু'দেশের সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রের সমাবেশ ঘটেছে। ভারত বলছে, পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গী সংগঠন ভারতের সংসদ ভবনে হামলার জন্য দায়ী। যাই হোক এসব সত্ত্বেও সবার প্রত্যাশা নির্ধারিত সময়ে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

উত্তেজনা, বিরোধ, মতদ্বৈধতা এ অঞ্চলে নতুন ব্যাপার নয়। এগুলো কখনও বাড়ে, কখনও কমে। এসবের মধ্যেই সার্ক গঠিত হয়েছে, এ সবের মধ্যেই সার্ককে এগোতে হবে। সার্ককে নিষ্ক্রিয়, স্থবির করে রাখলে অভিন্ন সমস্যার সমাধান যেমন সম্ভব নয়, তেমনি অভিন্ন উন্নয়নও সম্ভব নয়। তাই আমাদের প্রত্যাশা, সার্ক শীর্ষ সম্মেলন জরুরী অবস্থাকবলিত কাঠমণ্ডুতে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং এর মধ্য দিয়ে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মতবিনিময় ও পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।